আজকের কাগজ

তারিখ 10 APR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যাশা নিয়ে

# আজ শুরু হচ্ছে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

## ❑ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অধিবেশন চলবে আড়াই ঘন্টা

## ❑ উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে সার্ক শীর্ষ নেতাদের নৌবিহার

মোস্তাক হোসেনঃ আজ ঢাকায় দু'দিনব্যাপী বহু প্রত্যাশিত ও ঘটনাবহুল সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে। উপমহাদেশের অশান্ত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও ভয়াবহ দাঙ্গার কারণে দু'বার পিছিয়ে যাওয়া এবারের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এবারের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন সার্কভুক্ত সাতটি দেশের সাতজন শীর্ষনেতা। এরা হচ্ছেন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পি,ভি নরসীমা রাও, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানা সিঙ্গে প্রমাদাসা, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম এবং ভূটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচু। শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনীতে সার্ক শীর্ষনেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক ঢাকা ডিক্লারেশন অনুমোদন করবেন। সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ইতোমধ্যেই সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। শীর্ষনেতাদের নিরাপত্তার জন্যে গ্রহণ করা হয়েছে নজিরবিহীন ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে ইতোমধ্যেই ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট ও সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান রানা সিঙ্গের প্রেমাদাসা। নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম, ভূটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পি,ভি নরসীমা রাও আজ সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছেবেন।

আজ সকাল ৯টা দশ মিনিটে ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের আঙ্গিনায় সার্কভুক্ত সাতটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের গার্ড অব অনার জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হবে সপ্তম সার্কশীর্ষ সম্মেলনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৩০ মিনিট স্থায়ী হবে। সাত দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে আলাদা আলাদাভাবে জানানো হবে গার্ড অব অনার। গার্ড অব অনারের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সপ্তম সার্কশীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং সাতটি দেশের সহযোগিতার ও ঐক্যের প্রতীকী নৃত্য। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায় র‍্যালী ও নৃত্যে আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকগুলো উপস্থাপন করা হবে। উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা শেষে সকাল দশটায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শুরু হবে উদ্বোধনী অধিবেশন। আড়াই ঘন্টা স্থায়ী এ উদ্বোধনী অধিবেশনে সাতটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া উদ্বোধনী অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা, সরকারি ও বিরোধী দলের নির্দিষ্ট সংখ্যক সাংসদ ঢাকাস্থ বিদেশী মিশনগুলোর রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধান এবং সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তারা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায় সার্কশীর্ষ নেতাদের প্রতিনিধি দলে থাকবেন ষাট থেকে আশিজন সদস্য। উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে সার্ক শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বিআইডাব্লুটিসির বিলাসবহুল জলযান পি, এস, অস্টিচে করে নৌ বিহারে যাবেন। নৌ বিহারের সময় নেতৃবৃন্দ সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের নদীমাতৃক পরিবেশে নিজেদের মধ্যে প্রথম অনানুষ্ঠানিক মত বিনিময়ের সুযোগ পাবেন। অস্টিচ মেঘনা ঘাট থেকে ছেড়ে যাবে। নৌ বিহার শেষে ফিরে রাত ৮টায় সার্কশীর্ষ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দেবেন। হোটেল সোনারগাঁয়ে সার্ক শীর্ষ নেতাদের সম্মানে এ রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় স্পীকার, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী ও সকল সাংসদদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন হবে আগামীকাল বিকেল পাঁচটায়।

সার্ক ধারণার প্রথম বাস্তবায়ন ঘটেছিলো আজ থেকে আটবছর আগে ১৯৮৫ সালে। উল্লেখ্য, প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশছিলো বাংলাদেশ। এবারের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্কের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানা সিঙ্গে প্রেমাদাসার স্থলাভিষিক্ত হবেন। সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রচেষ্টা। এজন্যে গত ৭ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে সার্ক কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠক এবং পরবর্তীতে মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠক।